দুই সত্তা

জ্যোৎস্না মন্ডল

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রাণ	৩
জীবনের গান	৪
অচেনা লাগে	৫
উচ্ছ্বসিত	৬
এক অঙ্গে দুই সত্তা	৭
উপলব্ধির অভাব	৮
আজ বসন্ত	৯
নীরবে মগনে	১০
আত্মবিশ্বাস	১১
২১শে ফেব্রুয়ারী	১২
বলিপ্রথা বন্ধ হোক	১৩
পথিক	১৪
সুযোগ মতো	১৫
প্রকৃতির বায়না	১৬
ভালোবাসার দিন	১৭
খোলা হাওয়ায়	১৮
তোমায় ভালোবেসে	১৯
আর আসা হবেনা	২০
মা	২১
একবিংশ বিশ	২২
মনের কথা	২৩
বাউল	২৪
ভাবনা গেল না	২৫
অবসাদ	২৬
প্রেমের খোঁজে	২৭

BANGLADARSHAN.COM

প্রাণ

মাটি ফুঁড়ে একটি বীজ আকাশের নীচে
বেড়ে উঠেছিল অনেকটাই।
কালবৈশাখী ঝড়ের দমকা হাওয়া
জীবনটাকে করে দিল এলোমেলো
বাঁচার জন্য চলল অনবরত লড়াই॥

শোঁ শোঁ শব্দে শ্রবণশক্তি ম্রিয়মান
প্রাণস্পন্দন ক্ষীণ হতে হয় ক্ষীণতর।
গোঙানির আওয়াজ যায় না কারো কানে
অদম্য ইচ্ছাশক্তি একমাত্র সম্বল হল তার॥

স্বপ্ন ছিল অনেক বড় গাছ হবে একদিন
তার নীচে ক্লান্তি দূর করবে পথিক।
জন্ম দেবে শত সহস্র সতেজ প্রাণ
তারাই ভবিষ্যতের আশার প্রতীক॥

BANGLADARSHAN.COM

মাটির সোঁদা গন্ধ বিলীন যেন
ঘূর্ণিপাকের জালে জড়িয়ে প্রাণ।
নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে বারংবার
বেঁচে তাও আছে করবে প্রমাণ॥

জীবনের গান

মনের ঘরে দিয়া একখান তালা
রূপসাগরে ভাসাই সাধের তরী,
মন যমুনা উথাল পাথাল
বৈঠা চালাই বিষম ভারি।

কোন গগনে চাঁদ ওঠে গো
কোন গগনে ফোটে ফুল,
কোন পরানে প্রেম আছে গো
পাইলাম না তার কোনো কুল।

দীন দুনিয়ার মালিক যিনি
অন্বেষণ তারে করি,
জীবন তরী বাইতে হবে
শক্ত হাতে হাল ধরি।

BANGLADARSHAN.COM

অচেনা লাগে

ঠকেছি যত শিখেছি বেশি
পৃথিবীতে আজও বিরাজে সততা,
চেনা মানুষদের অচেনা ভঙ্গি
ভেঙে দেয়নি নিজস্ব সত্তা।

এ কোন রূপে এসেছো কাছে
পাইনা পুরোনো ঘ্রাণ,
নবীন করে আসার পথ
শোণিত ধারায় ম্লান।

জীবন ছন্দ হয়েছে ভঙ্গ
কালবৈশাখীর দাপটে,
লুকিয়ে রাখি দীর্ঘ নিঃশ্বাস
অজান্তে অকপটে।

BANGLADARSHAN.COM

উচ্ছ্বসিত

জীবন হোক প্রেমময়
হোয়ো না পাসওয়ার্ডময়,
প্রতিদিনের আবেগে ভেসে
জীবন করো ছন্দময়।

মনের আকাশে নিজের খেয়ালে
শত শত তারা জ্বলজ্বল,
তোমার বন্ধনে ছিন্ন পাতা
হয়ে ওঠে প্রাণ চঞ্চল।

প্রতিদিনের নিত্যাভ্যাস
শিথিল করতে গিয়ে,
মন দরিয়ায় চালাও তরী
শক্ত হাতে বৈঠা বেয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

এক অঙ্গে দুই সত্তা

এ বিশ্বমাঝে এসেছি যেদিন
কালো মেঘে ঢেকে ছিল আকাশ,
প্রলয় বৃষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে
আমাদের যত মনের বিশ্বাস।

পুরুষ নারীর মেলবন্ধন একই অঙ্গে
ভাবনার শুধু পৃথক প্রকাশ,
আলোর পথ দেখায় পুরুষ সত্তা
ভালো লাগায় নারী সত্তার তৃপ্ত প্রকাশ।

ভাবনারা সব উর্দ্ধগামী
রূপে রসে গন্ধে ভরেছে বাতাস,
মনেতে সঙ্গম নারী পুরুষের
তিন কালে চলে মনেতে চাষ।

BANGLADARSHAN.COM

উপলব্ধির অভাব

জীবনটা যেন অনেকটা আকাশের মত,
কখনো নীল, কখনো সাদা,
কখনো আবার ঘন কালো মেঘে ঢাকা।

নদীর জল কখনো খরস্রোতা, কখনো স্থির,
কখনো শুকায় রৌদ্রের কড়া তাপে,
কখনো ছুটে চলেছে কল কল করে
মোহনার দিকে আঁকা বাঁকা।

বাতাস কখনো বহে মৃদুমন্দ,
কখনো আবার জোরে,
ঝড় ডেকে আনে কখনো আবার নিমেষের ব্যবধানে,
এক লহমায় ভেঙ্গে চুরমার
ধরণীর যত সৃষ্টি সুন্দর,
চারদিক শুধু ফাঁকা।

BANGLADARSHAN.COM

হৃদপিন্ড চলছে কেমন ঘড়ির কাঁটার মতো,
বেঁচে আছি আজ,
কাল থাকবো কিনা নিশ্চিত নয় জেনো,
ছুটছি আমরা আমার আমার বলে,
স্থায়ী নয় কিছু বুঝেও না বুঝে,
আপন করেছি ঘর বাড়ি
আর রাশি রাশি যত টাকা॥

আজ বসন্ত

ফাগুন চাইলে গো তুমি
দিলাম তোমায় মনের আগুন,
বাতাসে উড়াই অঞ্চল
মনেতে ভীষন ফাগুন।

বাঁশীর সুরে হই পাগলিনী
ঘরেতে মরি রয়ে একাকিনী
কুল ও মানের ভয় লাগেনা
তোমাতে সঁপেছি প্রাণ।

এসো সখা নিবিড় রাতে
নূপুর পরাও নিজ হাতে
রাঙিয়ে দিও তোমার প্রেমে
নেভাও মনের আগুন।

BANGLADARSHAN.COM

নীরবে মগনে

কেন রে তুই অমন করে
তাকিয়ে থাকিস আকাশ পানে!
তোর ঘর সংসার
ফেলে এসেছিস কোনখানে?
ভুলতে চাইলেও ভুল কিন্তু বাসা বাঁধবেনা
তোর সজাগ মনে,
নিয়তির বেড়াজালে আবদ্ধ না হবার
একান্ত অনুরোধ রইলো তোর চরণে।

মৃগণাভি পেতে চাওয়া,
বড় অলিন্দে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে পাওয়া,
গভীর সমুদ্রে নৌকা বাওয়া,
ঘন সবুজ অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া,
কোকিলের কুহু তানে গান গাওয়া,
মেঘমেদুর ঘন বরষায় নাওয়া,
স্মৃতিপটে সব অতীত রচনা করে সে নীরবে মগনে।

BANGLADARSHAN.COM

আত্মবিশ্বাস

ছাতা বৃষ্টি থামায় না,
তবে আমাদের সাহায্য করে
বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াতে,
আত্মবিশ্বাস সাফল্য নিয়ে আসেনা,
কিন্তু আমাদের শক্তি দেয় জীবনের প্রতি
ক্ষেত্রে লড়াই করতে॥

সুস্থ পরিবারের শিক্ষার পেলব বিদ্যার
অবয়বকে অলংকৃত করে রাখে,
সামাজিক কাঠামোর পরতে পরতে যে
ঘূর্ণায়মান পরিবেশ রয়েছে
তাকে আত্মস্থ করার শিক্ষা পেতে হয়
পরিবারের আভিজাত্য ও মূল্যবোধ থেকে॥

BANGLADARSHAN.COM

মাটির তাল দিয়ে কুম্ভকার তার শিল্পীসত্ত্বা দিয়ে মনের মতো

২১শে ফেব্রুয়ারী

২১শে ফেব্রুয়ারী বাঙালীর
স্মরণীয় এক দিন,
শত শত শহীদের রক্তে,
বাংলার মাটি হল রঙিন।

বাঙালীর শিরা ধমনীতে আজো
একুশের রক্ত বয়,
দুই বাংলার মনেতে একুশ
অক্ষত হয়ে রয়।

বাংলার মাঠ ঘাট ভিজে যায়
মায়েদের অশ্রুজলে,
কোমল প্রাণে ক্ষতের অনল
ধিকি ধিকি করে জ্বলে।

BANGLADARSHAN.COM

বলিপ্রথা বন্ধ হোক

বলিকাষ্ঠে মাথা দিয়ে
পাঁঠাটি বাঁচার জন্য ছটফট করে সারাদিন,
রক্ষা পায়না সে কোনোমতে।

তৃণভোজী হয়েও সে বলির উপাদান
মাংসাশী মানুষগুলোর তবে ভবিতব্য কী?
ভাবনারা জাল বোনে
অবলা মৃত্যুগামী প্রাণীটির যাত্রাপথে।

স্বপ্নে পাওয়া অলিখিত নিয়মের বলি
নির্বাচন যারা করেন,
স্বপ্নে উপরওয়ালা তাদেরই নিজ সন্তান বা
কোনো অঙ্গ চাইলে তবে কি চাইলে
তবে কি কেউ সম্মত হবেন এরূপ স্বপ্নপূরণে?

এসো আমরা এক হই বলি প্রথা বন্ধ করতে।

BANGLADARSHAN.COM

পথিক

এক টুকরো রুটির সন্ধানে
কেটে যায় দুই প্রহর,
পথ ও পথিক আজ
মিলে মিশে একাকার,
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
ক্ষীণ হতে হতে ক্ষীণতর,
এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে
নাজেহাল পথিক ক্রমশঃ।

ক্ষিদের ঘরে আগল দিয়ে
কলম ধরে পথিক,
ধু ধু প্রান্তরে জীবনের রঙ
বিবর্ণ, ধূসর.....
বিশ্বের মাঝে নিজেকে
উজার করে দিতে গিয়ে
মুখ থুবড়ে পড়ে,
রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত হয় হৃদয়,
করেনা আফশোস॥

BANGLADARSHAN.COM

সুযোগ মতো

বলছি শোন মন দিয়ে
আমরা কেমন মানুষ হলাম,
সুযোগ সুবিধা যেথায় বেশী
হয়ে যাই তার গোলাম।

শীতের সময় যে রোদকে
সবাই রাখে সমাদরে,
গরমে সেই রোদকেই
মানুষ তিরস্কার করে।

তোমার মূল্য ঠিক ততদিন
তোমাকে তার প্রয়োজন যতদিন,
সমস্যা মিটে গেলেই
ভুলে যাবে তোমার ঋণ॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রকৃতির বায়না

দূরের ঐ নীল আকাশ
বারে বারে আমায় শুধায়,
নীলাম্বরী শাড়ী পড়ে
দেখনা আমায় কেমন মানায়॥

পেঁজা তুলোর মেঘরাশি
কানের খুব কাছে এসে,
ফিসফিসিয়ে রূপের কথা
বলে আমায় ভালোবেসে॥

আঁকা বাঁকা সর্পিল পথ
হাঁটার জন্যে শুধুই ডাকে,
আমি তো মুখিয়েই ছিলাম
চলব তোমার নির্জন বুকে॥

BANGLADARSHAN.COM

বেগুনী রঙের ফুলগুলো যে
হাতছানি দিয়ে বলে আমাকে,
তোর খোঁপাতে আমায় রেখে
মন ভোলা তোর মরদকে॥

ভালোবাসার দিন

ভোরবেলাতে ডাকার আওয়াজ
কানে আসেনি বলে,
আমায় তুমি না বলে
কোথায় চলে গেলে?

ঘুমের ঘোরে ছিলে তুমি
স্বপ্নের গভীরে,
কাটাই দোঁহে অমূল্য সময়
মেদুর মধুরে।

ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে দেখি
কোথাও তুমি নাই,
পৃথিবীর কোন প্রান্তে গেলে
তোমায় খুঁজে পাই।

BANGLADARSHAN.COM

আজ যে ভালোবাসার দিনে
বৃথাই প্রেমের ঝড়,
এখন তুমি অন্য কারোর
সঙ্গে বেঁধেছ ঘর।

খোলা হাওয়ায়

একটু খানি হারিয়ে
একটু খানি পাওয়া,
নিয়মিত চলতে থাকে
খুশির আসা-যাওয়া।

কিছু স্মৃতি ভুলে আবার
নতুন স্মৃতি রোপণ,
তাল মিলিয়ে চলতে হবে
এরই নাম জীবন।

কালো মেঘ সরে গিয়ে
সূর্য ওঠে পূব গগনে,
আকাশ ভরে চাঁদের আলোয়
রূপোলী আলো মোর উঠোনে।

BANGLADARSHAN.COM

বাতাস বয় প্রাণের ছন্দে
প্রেমের সাগর দেয় দোলা,
মন মাঝি আজ মাঝ দরিয়ায়
জীবন নদী খোলা।

রামধনুর সাত রঙেতে
মনের ক্যানভাস সাজে,
চৈতী রাতে নিঝুম নিশীথে
পাগল মন তোমায় খোঁজে।

তোমায় ভালোবেসে

সুনীল আকাশ যেথায় গিয়ে
মাটির সাথে মেশে,
মন ছুটে যায় মেঘের সাথে
সেই অজানা দেশে,
রইবো না আর ঘরের কোণে পড়ে,
দেখবো এবার তোমায় ভালোবেসে॥

ভীড়ের মাঝে চলছি যেন
আপন খুশি খেয়ালে,
নিজের মধ্যে হারিয়ে আমি
দেখি সব হেঁয়ালে,
রইবো না আর ঘরের কোণে পড়ে,
দেখবো এবার তোমায় ভালোবেসে॥

BANGLADARSHAN.COM

চঞ্চল মন তোমায় খোঁজে
নতুন সূর্যের দেশে,
রামধনু রং ভরাল মন
উচাটন হই তোমায় পাবার আশে,
রইবো না আর ঘরের কোণে পড়ে,
দেখবো এবার তোমায় ভালোবেসে॥

আর আসা হবেনা

ভবের ঘরে আর আসা হবেনা,
কোথায় যাব তোমায় ছেড়ে
থাকবো তোমার বুকে,
তোমার সুনীল সাগর জলে
তরঙ্গ খেলে সুখে,
বারে বারে তোমার কাছে
আর আসা হবে না॥

আকাশের ঐ নীল নীলিমায়
পাখীদের ডানা মেলা,
জীবন নদীর গহীন জলে
মন মাঝির চলা,
তোমায় ছেড়ে অচিন পাখি
উড়ে যেতে চায় না॥

BANGLADARSHAN.COM

ভবের মাঝে কতই চলে
নিত্য রঙের খেলা,
সুখের লাগি ঘর বাঁধিনু
কাটে মধুর বেলা,
ভাবের অতলে ডুব দিয়ে ভাবি
আসা যাওয়ার যন্ত্রণা॥

মা

সুদূর দিগন্তে চেয়ে দেখি
মা যে আমার তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে
আমার পানে,
তীক্ষ্ণদৃষ্টি পলকহীন.....
তাই তো ভাবি এতটা পথ পেরিয়ে এলাম
সহজ বিধানে॥

সমুদ্রের তীরে বসে দেখি
হাসছে কেমন আমার মা
বিশ্বভুবন কাঁপিয়ে,
বোধগম্যের শিরশিরানি রক্ত মজ্জায়
বইতে থাকে
কেমন যেন দপদপিয়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

সবুজ বনানীর পথ বেয়ে যাই আপনমনে
নরম ছোঁয়ায় বোলায় যেন
স্নিগ্ধ শীতল জিয়নকাঠি,
হৃদয় ভুলায় শরীর জুড়ায়
ভালোবাসার নেই যে মাপকাঠি॥

একবিংশ বিশ

এক বিংশের বিশের বুকে
বিশ্ববাসী চুমুক দেয় বিষ পেয়ালায়,
জনজাতি ছটফটিয়ে হাঁপিয়ে মরে
তীক্ষ্ণ নখের থাবায়,
উপড়ে নিল অহংকার মিশ্রিত দাম্ভিকতার উৎসটিকে এক লহমায়,
পালোয়ানগুলো অদৃশ্য ঘাতকের ভয়ে
জীবন মৃত্যুর হিসাব করে
বন্ধ চোখে জাবদা খাতায়॥

ধোঁয়া উদ্গীরনের সর্পিল পথ
ক্রমশঃ শীর্ণ হতে শীর্ণ,
পাকস্থলী শুকিয়ে শুকিয়ে মরে যায়
করুণ চোখের দৃষ্টি বিদীর্ণ,
মৃত্যুকে বরণ করে নিতে
সাধের জীবন আজ জরাজীর্ণ,
অভিশপ্ত একবিংশ করতে চায় না
কারোর স্বপ্ন পূর্ণ।

BANGLADARSHAN.COM

মনের কথা

পাহাড়ের কোল বেয়ে ঐ
কংসাবতীর পথ চলা,
জলের স্রোতে যায় ভেসে যায়
জমা যত কথার মালা।

বাঁশরিয়ার বাঁশীর সুর
ভেসে আসে সুদূর হতে,
উদাস মনে সুর জেগেছে
মিঠেল সুরে সুর মেলাতে।

ধামসা মাদল বাজছে দূরে
পাহাড় ঘেরা গ্রামটিতে,
ঝুমুর গানে পাহাড় লদী
লেইচে ওঠে রোজ রেইতে।

BANGLADARSHAN.COM

বাউল

সহজে কি মেলে গো
আত্মার সন্ধান,
সারা জীবন ঘুরে বাউল
করে যে তার অন্বেষণ।

সংসারের কঠিন জালে
আবদ্ধ এই জীবন,
লোভ লালসা ত্যাগ করে ভাই
ভাব জীবন দর্শন।

আসা যাওয়ার মাঝের সময়
বড়ই মূল্যবান,
সব ছেড়ে চলে যেতে হবে রে
এ ভবের নিরম মতন।

BANGLADARSHAN.COM

ভাবনা গেল না

জীবন নদীর ভাবনা গেল না
ও নদীর জলে তো হাইল মানে না–

কেমনে দিমু ভব পাড়ি
জীবন নদী চলছে ভারি
মন মাঝি তাই বৈঠা ধরে রে
কোনো কালের দিশা পাইলাম না।

কোন মিস্তুরী গড়ল নাওখানা
টলমল করে জীবনের ঠিকানা
চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে পানি রে
ডুইব্যা যাইতে সাধ হইল না।

সারা জীবন বাইলাম বৈঠা রে
নাওয়ের বাদাম উড়াইয়া দিলাম রে
গুরু যদি সহায় থাকেন রে
তইরা যাইমু সাধের জীবনখানা।

BANGLADARSHAN.COM

অবসাদ

বিনিদ্র রাত্রি যাপনে অবসাদের পারদ বেড়ে
ওঠে পলে পলে,
হিসেবের খাতা নিয়ে বসে দেখি
যোগফল শূন্য দেখায়
অঙ্ক মেলেনা কিছুতেই
ফলাফল ভরা যত ভুলে।

কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকি
চাওয়া পাওয়ার হিসেব মেলেনা,
দীর্ঘ সময়ের কঠিন জগতে
বেসামাল মন বাঁধ মানে না।

এ বৃহৎ বিশ্বমাঝে
শুধু আপন আমি নিজেই
ভালোবেসে যার সকল সৃষ্টিকে,
চাহিদা ভালোবাসার মূল্যবোধকে খর্ব করে–
এ উপলব্ধি যদি আর কিছু বছর আগে হত
অবসাদ ঢেকে দিতে পারতো না চেতনার
প্রকোষ্ঠগলোকে।

অবসাদ বাসা বাঁধবে কেন?
তুমিই না মানুষ–পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব?
প্রশ্রয় দিতে নেই তাকে
যে কোনোদিন সুখ আনেনি তোমার জীবনে,
যে সম্পর্ক যন্ত্রণাকে আহবান জানায়
তাকে ঝেড়ে ফেলতে হয় সযত্নে গোপনে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রেমের খোঁজে

মনের পালে লাগালে হাওয়া
ওগো নীল দরিয়ার মাঝি,
মন যমুনা উথাল পাথাল
তোমার নাওয়ে উঠতে আমি রাজি।

বিনিসুতোয় মালা গেঁথে
মনের খেয়ালে জানলা খুলি,
সাতরঙ মেখে চোখ বুঁজে রই
তোমায় পাবার পথে চলি।

আকাশের সাতটি তারার দেশে
তোমায় খুঁজি গাঙচিল হয়ে,
প্রেম যে মোর শুধুই গল্প
তোমায় কাছে না পেয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥